ধান চাষে ফসফরাস সার ব্যবস্থাপনা

সুষম মাত্রায় সার দিন
অধিক ফলন ঘরে নিন

ফ্যাক্ট শীটঃ মৃত্তিকা ও সার ব্যবস্থাপনা

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

ফসফরাসের প্রয়োজনীয়তা

যেসব ধানের জমিতে ফসফরাসের ঘাটতি রয়েছে সে সব জমিতে ফসফরাস সার প্রয়োগ করলে বিঘাপ্রতি ১১০ - ১৮৫ কেজি ধানের ফলন বাড়ে। এক বিঘায় ২১০০-৩০০০ টাকা বাড়তি আয় হয়। ফসফরাস সার হিসেবে টিএসপি ও ডিএপি ব্যবহার করা হয়। অনেকে এ সারকে 'মাইটে সার' বা 'কালো সার' বলে।

ফসফরাসের গুরুত্ব

- ফসফরাস শিকড় বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।
- কুশি ও শীষের সংখ্যা বাড়ায়।
- সময় মত ফুল আসে ও ধান পাকতে সাহায্য করে।
- ৪০ কেজি ধান উৎপাদনে ২-৩ কেজি সমপরিমাণ ফসফরাস সার প্রয়োজন।

ফসফরাসের অভাব

ফসফরাস সার

- বিঘাপ্রতি ৭-১০ কেজি ফসফরাস সার (টিএসপি বা ডিএপি) প্রয়োগ করতে হবে।
- ফসফরাস সার ক্রয়ের সময় ঝাঁঝালো গন্ধ, পাথরমুক্ত ও দানা ভেঙে দেখে কিনতে হবে।
- জমিতে নিয়মিত গোবর, মুরগির বিষ্টা প্রয়োগ করলে ফসফরাস সারের অভাব হয় না।

ফসফরাসের অভাব

প্রয়োগের সময়

- জমি তৈরির সময় ফসফরাস সার প্রয়োগ করতে হবে।
- সার প্রয়োগের পর তা ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
- ধান রোপণের পর ফসফরাস সারের অভাব পরিলক্ষিত হলে ফসফরাস সার প্রয়োগ করে ভালোভাবে মিশিয়ে দিলে কিছু উপকার পাওয়া যেতে পারে।

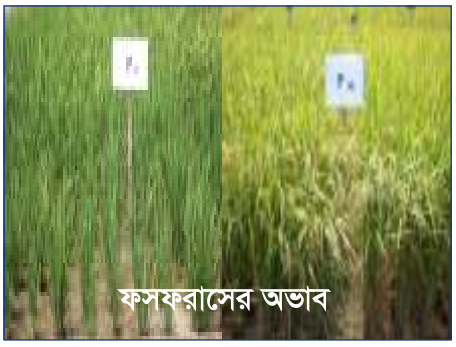
ফসফরাসের অভাব

ফসফরাসের অভাবজনিত লক্ষণ

ফসফরাস ঘাটতির আশংকা

- দীর্ঘদিন ধরে আমন ও বোরো চাষ করা হয় কিন্তু প্রয়োজনীয় ফসফরাস সার/জৈব সার ব্যবহার করা হয় না, এমন জমিতে ফসফরাস সার ঘাটতির আশংকা থাকে।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd